।। সম্পাদকীয় ।।

প্রেসিডেন্সি, আমাদের প্রাণের প্রেসিডেন্সী!

নবনীতা দেব সেন

ভণিতা

তোমার দ্বিশত বৎসর হইল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য এবং সুখকর সম্বাদ বটে! কিন্তু হে প্রেসিডেন্সী, হে চিরমাতৃকা, তুমি তো আমাদের কৈশোরের প্রেম, তোমার মুখখানি তো আমাদের চিত্তপটে অন্তহীন কৈশোরের ছবি। দ্বিশত বর্ষের কাহিনী বরং তোমার কাছেই শুনি। তোমার সহিত কি আজ দুই দণ্ড ওই কদমগাছের তলায় বসিয়া গল্প গুজব করিতে পারি? সেই পরিচিত শ্যামল তৃণভূমিতে আরও একবার রুমাল বিছাইয়া বসি, এসো।

আমাদের দ্বিশত না হইলেও বয়স তো কম হয় নাই। সুখ এবং অ-সুখ, প্রণয় এবং ঘৃণা তোমার নিকটে দুইই শিখিয়াছি। শিখিয়াছি কেমন করিয়া শিক্ষক হইতে হয়, শিখিয়াছি কেমন করিয়া শিষ্য হইতে হয়। আর শিখিয়াছি কেমন করিয়া বন্ধু হইতে হয়। প্রিয় প্রেসিডেন্সী, তুমি আমাদের বিদ্যাকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছ। তুমি আমাদের নিষ্ঠাকে সম্মান করিতে শিখাইয়াছ, তুমি আমাদের তোমার জাদুবলে বিশেষ করিয়াছ, আমাদের জীবনে উদ্যম দিয়াছ, কর্মে আত্মবিশ্বাস দান করিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি।

এই যে বিশ্বাসঘাতক চটুল চরিত্রটি, যাহার নাম সময়, বল তো, ইহার প্রতি তোমার মনোভাব কেমন? ইহার কল্যাণে তুমি স্থির বাতাসে ভর দিয়া চলিতে পার না, মুহূর্তে মুহূর্তে তোমার বর্ণ পরিবর্তিত হইতেছে, তুমি উথাল পাথাল হইতেছ, আহা, তোমার কিছুই আটকাইবার ক্ষমতা নাই। হে প্রিয় প্রেসিডেন্সী, তোমার চিরপরিচিত তোরণ দ্বারটিও দ্যাখো সমানে আধুনিক হইতে হইতে কতবার রূপ বদল করিল। একবার তো হিন্দু কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইল। আরেক বার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী ইউনিভারসিটি হইল। এক্ষণে আশা করিতে পারি এই সদ্য নির্মিত দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধনের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত এই নবীন-প্রবীণ তোরণের আর রূপান্তরের আশু সম্ভাবনা নাই। সত্য বলিতে কি, হে প্রিয় প্রেসিডেন্সী জননী আমাদের, আমরা যাহারা তোমার পুরাতন অঞ্চলপ্রান্ত অদ্যাপি চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছি, স্বীকার করি, সময়ের সহিত পা মিলাইতে চাওয়া সত্ত্বেও সহসা তোমার মধ্যে এমন অবলীলায় প্রাচীনের পতন, ঐতিহ্যের ভাঙচুর লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের গভীর মনঃকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হে চিরনবীনা চিরপ্রবীণা, আধমরাদের ঘা দিয়া বাঁচাইবার যে গুরু দায়িত্ব তুমি আজন্ম পালন করিতেছ, এই প্রাক্তনীদিগের বক্ষে আজ পুনরায় সেই অভঙ্গুর প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করো। আমরা মরিতে মরিতেও যেন হাসিয়া বাঁচিয়া উঠি। তারপর সোৎসাহে তোমার দ্বিশত বর্ষের নবজন্ম উৎসব উপভোগ করি। কেহ কাছে থাকিয়া, কেহ বা দূর হইতেই। হে প্রণম্যা প্রেসিডেন্সী, সরল উচ্চাশা এবং আরও আরও জানিবার ইচ্ছা তোমার সর্বাঙ্গে দিব্য বিভার মত উদ্ভাসিত। তোমার প্রাঙ্গণে যাহারাই আসিয়াছি তাহারাই ইহার স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এক প্রাচীন তোরণের নিচে মাথা নত করিয়া সসম্ভ্রমে তোমার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়াছিলাম উজ্জ্বল অল্পবয়সে। অধিক বয়সের নিভন্ত জ্যোতি লইয়া এক নবীন তোরণ দিয়া তোমার সন্নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছি, পুনর্বার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইবে, নূতন স্বপ্নে আবারও উজ্জীবিত হইব, এমনই আশা। সময়কে হার মানাইবার খেলাটি কিন্তু চিরকালই প্রেসিডেন্সীর নিজস্ব লীলা। এক বিশাল বটবৃক্ষের গুঁড়িটি ক্ষয় পাইলেও, প্রাচীন সেই বৃক্ষের ঝুরিগুলি শক্ত কাণ্ড হইয়া মাটির গভীরে প্রবেশ করে, ও গোটা বৃক্ষটিকে অধিকতর দৃঢ়মূল করিয়া ধরিয়া রাখে। জীবন আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়াছে। পুণ্য প্রেসিডেন্সীতে মহামান্য গুরুদেবগণের নিকটে শিখিয়াছি যে, যতই বিঘ্ন আসুক, বিশ্ব ভুবনের শুভেচ্ছুক মানুষজন সহজে হার মানিয়া লয় না, সত্যপথে লড়াই করে। আপন বিশ্বাসের সহজ পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিবার এই শিক্ষা যেন বিস্মৃত না হই। সময়ের বাতাস বড়ই অবিশ্বাসী, বড় নিঃশব্দ ঘাতক। কখন অজানিতে পথিককে পথ ভুলাইয়া দেয়।

হে চিরযৌবনা মাতৃকা, হে সৎ চেতনার উৎস, তুমি সকল দুর্যোগে তোমার নবীন সন্ততিদিগের পথপ্রদর্শিকা হইও। অত্রই মদীয় বিনম্র ভণিতার অন্ত।

আরম্ভ হেমন্তের দিনলিপি

হেমন্তের লিপিকার বর্তমান সংখ্যাটিকে আমরা 'প্রেসিডেন্সীর দুশো বছর পূর্তির বিশেষ সংখ্যা' বলে দাবি করছি। পুরাতনীদের কাছে আমাদের প্রাপ্তির শেষ নেই, এই পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলির পাতা ওল্টালেই

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

মণিমানিক্য ঝলসে ওঠে। এইজন্য আমাদের একটি বিশেষ বিভাগ রয়েছে, যেখানে স্মৃতির রত্নকোষ থেকে এক মুঠো প্রবন্ধ তুলে এনে আমরা সাগ্রহে পুনরায় নিবেদন করি। মানছি, আমাদের প্রেসিডেন্সীর দীর্ঘ দুশো বছরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংখ্যায় উদ্ধৃত নিবন্ধগুলি তেমন প্রাচীন নয়। মাত্রই বিংশ শতাব্দীর। কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধ নিজগুণে বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ। পুরনো আর নতুন দুই সময়ের স্মৃতি থেকে নবীনে প্রবীণে মিলিয়ে মিশিয়ে আমাদের এই 'দ্বিশত বার্ষিক সংখ্যার' উদ্‌যাপন।

এবারে আমাদের সবগুলি প্রবন্ধই কলেজ-কেন্দ্রিক। কি প্রাচীন, কি নবীন। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২৫) শুনিয়েছেন প্রেসিডেন্সীর ইউনিয়ন কবে থেকে সুরু হল। বেশিদিন নয় ১৮৭৭ থেকে, ইংরিজির ইংরেজ অধ্যাপক পোপের চেষ্টায়। কী ছিল তাঁর উদ্দেশ্য? J.V.S. Pope.. 'To root out the feeling of dis-union prevalent among students and to unite them as fellow-workers in the cause of self-improvement.' তাঁর পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাগজ পত্রের মধ্যে ছিল ইতিহাস ভরা এসব সম্পত্তি। ইউনিয়ন গড়ার মূলে যে ছিল ডিস-ইউনিয়নের অবদান, কে তা জানত?

রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধটির নাম, 'হিন্দু কলেজ।' তাতে হিন্দু কলেজের জন্মবৃত্তান্ত রয়েছে, হিন্দুয়ানি প্রচারের জন্য নয়, বিলিতিয়ানা প্রচারের জন্যেও নয়, দেশে যুক্তি নির্ভর ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য ছিল তার। বারবার তিনি তরুণ কবি, বিদ্যোৎসাহী ডিরোজিও-র প্রসঙ্গ তুলছেন, তাঁর কবিতা উদ্ধৃত করছেন। যাবতীয় ধর্মের শৃঙ্খলের বাইরে, অযৌক্তিক বিশ্বাসের আওতার বাইরে গিয়ে ছাত্রদের যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা ভাবনা করতে শেখানো তরুণ ডিরোজিওর অবদান।

এই প্রসঙ্গে বলি আমাদের পাওয়া শেষ প্রবন্ধটি এই তরুন তুর্কিকে নিয়েই। জহর সরকারের লেখাটিতে দেখি ইতিহাস কোন পথে এগিয়েছে। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, ডিরোজিওর কল্যাণে প্রেসিডেন্সীতে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক বন্ধুত্বের উষ্ণতায় উজ্জ্বল, সপ্রাণ হয়ে উঠল, আর তরুণ মনগুলি যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের চেতনায় সবল হল। সম্ভবত ডিরোজিওই প্রথম দেশপ্রেমের কাব্য রচনা করেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁর পঞ্চাশ বছর পরে লেখা জহরের সুগঠিত প্রবন্ধে রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ পাই।

এখানে আমি বলি, এবারের পুরোনো লেখাগুলির মধ্যে আমরা কিন্তু বার বার দেখেছি প্রেসিডেন্সীর স্বনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হবার দাবিকে ক্ষুদিরাম দাস, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহীরুহেরা সর্বান্তঃকরণে যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে পেয়ে যাই প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনের গোটা ইতিহাস।

এই বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার ব্যাপারে আরেকটি লেখাতে দেখছি অনুপ সিংহ লিখেছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের নকশাল যুগের পরবর্তী কালের কথা। কীভাবে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্র পরিষদ বার বার স্বনির্ভর প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি তুলেছিল।

নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্সীর কলেজ জীবন অবিন্যস্ত হবার প্রসঙ্গে জহর সরকারের লেখায় একটি ক্ষুদ্র কিন্তু শাণিত উল্লেখ পাই, ওই বিপদ সঙ্কুল সময়টিতে আরো অনেক ছাত্রের মতো তাঁর জীবন যাপন ও পঠন পাঠন কীভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। কিন্তু সোজাসুজি খবর পাই অসীম চট্টোপাধ্যায়ের (একদা নকশাল সময়ে 'কাকা' নামেই খ্যাত) প্রবন্ধে, প্রেসিডেন্সীতে নকশাল আন্দোলন নিয়ে তাঁর লেখা, 'বিপ্লবী রাজনীতির উত্থানপাদ' থেকে।

হিরন্ময় কার্লেকর লিখেছেন এক সপ্রেম অহঙ্কারের কাহিনী, প্রেসিডেন্সীর প্রাক্তনেরা কীভাবে ইতিহাস রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মন ভরে দেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যারপরনাই মিঠে লেখাটি, 'কলেজ নিয়ে বড়াই'।

এবারের কি প্রাচীন, কি নবীন, প্রতিটি লেখাই কলেজের সঙ্গে জড়ানো। বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ লিখছেন প্রেসিডেন্সীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্মৃতি নিয়ে। এখানে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানী ভ্রমর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিও। নিতাই মুখোপাধ্যায় লিখছেন ছাত্রবয়েস নয়, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যালের স্মৃতি কথা। রজত কান্ত রায় আর বিশ্বনাথ দাস দু'জনে লিখেছেন দুই প্রাক্তনকে নিয়ে। প্রেসিডেন্সীর নামের চেয়েও উজ্জ্বল দুই মহামানবের কথা, রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ। অভিরূপ সরকার প্রণাম জানিয়েছেন দু'জন কিংবদন্তী মাষ্টারমশাইকে।

মনোজ্ঞ লাগবে প্রেসিডেন্সীতে ইংরেজি পঠন-পাঠন নিয়ে দুই যুগের দুই মহাগুরুর কথাগুলি। প্রেসিডেন্সীতে ইংরেজি পড়ার এবং পড়ানোর অভিজ্ঞতা, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৯২০-১৯২৬) দেওয়া সাক্ষাৎকারে, আর সুকান্ত চৌধুরী (১৯৬৭-৭০)র প্রবন্ধে। আমি নিজে সুবোধ বাবুর ছাত্র, তাঁর নিজের সেই সাহেবি যুগের ছাত্রাবস্থার কথা পড়তে রূপকথার মতো লাগে। ইংরিজির অধ্যাপকরা পড়াতে আসতেন ইংল্যান্ড থেকে, কলেজ চত্বরে ছাত্রীরা তখনো চরণ স্পর্শ দেন নি। ইংরেজ অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের দূরত্ব অনেক। ভিভিয়েন ডিরোজিওর মতো ছাত্রপ্রাণ, দেশপ্রাণ শিক্ষক হয়ত জগতে একজনই হন। তিনি বিদেশী ছিলেন না। সুবোধ বাবু স্পষ্ট বলেছেন, ওই ইংরেজ অধ্যাপকদের বৈষম্যের কারণে কলেজে ছাত্র অধ্যাপক সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না, সিনিয়র কমন রুমে ঢুকতে হলে চিরকুট পাঠাতে হত।

সুকান্ত বলছেন কলেজে ইংরেজি বিভাগে সারা জীবনের মতো সাহিত্য পঠন পাঠনের পথ গড়ে দেওয়ার কথা, তারকনাথ সেনের কথা। ইংরেজি সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের শিল্প সংস্কৃতির প্রতি চোখ মেলতে শিখিয়ে, কীভাবে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের দিগন্তকে ক্রমেই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অমল ভট্টাচার্য দিয়েছিলেন গ্রীকের ধ্রুপদী পটভূমির স্পর্শ। সাহিত্য পাঠের এক সামগ্রিক বোধের উন্মেষ ঘটেছিল ইংরেজি বিভাগের ছাত্রদের।

শঙ্খ ঘোষের দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তারকনাথ সেনের পাস ক্লাসে পড়ানোর আনুপুঙ্খিক বিবরণ আছে। আমাদের সময়ে তিনি পাস ক্লাস নিতেন না, স্বাস্থ্যের কারণে। আমারও তারকবাবুর শান্ত, সংহত, নিমগ্ন

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

শেক্সপিয়ার ক্লাসের পাশাপাশি, মনে পড়ে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের উচ্ছল, নাটকীয় শেক্সপিয়র পড়ানো। এই প্রবন্ধগুলো নাড়তে চাড়তে গিয়ে নতুন করে টের পাচ্ছি, কী সৌভাগ্য আমার, যে ঠাঁই পেয়েছিলুম এই কলেজে।

শঙ্খ ঘোষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যে ভক্তটি, সেই তথাগত দাশগুপ্ত মার্কিন মুলুকে বহুমুখী কর্মের এক উজ্জ্বল ব্যস্ত জীবনে বসে ভারি সুন্দর করে সাজিয়েছেন প্রেসিডেন্সীর ক্লাসের বাইরের শিক্ষার গল্প, ক্যান্টিনের আর মাঠের, আর কফি হাউসের বিদ্যালয়ে চলতে থাকা শিক্ষাসত্রের কাহিনী। কেমন করে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিরাট বিশ্বের পাঠ পাওয়া যায় প্রেসিডেন্সীতে ছাত্রদের পরস্পরের কাছেই। সাহিত্য, সঙ্গীত, সিনেমা, শিল্পকলা, সমস্ত বিষয়ে গভীর শিক্ষা ক্লাসের বাইরে অর্জন করেছিল একটি কিশোর, যা তার জীবনের মূলে চিরজীবনের বেঁচে থাকার রস সঞ্চার করেছিল। সেটাও প্রেসিডেন্সীরই কেরামতি, এতগুলি বৈচিত্র্যময় উজ্জ্বল তরুণ মেধাকে একত্র করা! এই উপরি-প্রাপ্তির কাহিনী একা তথাগতর নয় আমাদের মতো আরও অনেকেরই। মৈত্রীশ ঘটকের মনোজ্ঞ স্মৃতিচারণেও ক্যান্টিনের অবদান ফুটে ওঠে।

প্রাচীনেরা প্রায় প্রত্যেকেই একটি বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, প্রবেশ শুধুমাত্র মেধা নির্ভর ছিল বলে ধনীপুত্রদের কলেজ ছিল না প্রেসিডেন্সী। ছিল গুণী ছাত্রদের মন মেলবার জায়গা। এখন তার আর সেই উন্নাসিক মান বজায় নেই। প্রেসিডেন্সীকে কি আবার মেধানির্ভর করে তোলা যায় না? চালু নোট খারিজের মতো, চালু নিয়ম খারিজ করে? নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে নতুন কড়াকড়ি করলে কেমন হয়?

আমাদের এবারের হৈমন্তী দিনলিপিতে অনেকগুলি দুর্মূল্য সাক্ষাতকার আছে। প্রেসিডেন্সীর জীবন বিষয়ে নানান বিচিত্র, অজানা, অসামান্য ছবি এগুলির মধ্যে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু পুরনো, কিছু নতুন। আমাদের টুপিতে নতুন পালক এলো, এবারের জ্ঞানপীঠ পেলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। এর আগে অবিশ্যি তিনি দেশিকোত্তম, পদ্মভূষণ, সরস্বতীসম্মান ইত্যাদি বহুবিধ অর্ঘ্য পেয়েছেন, কোনটাতেই তাঁর হেলদোল দেখিনি। মজা এই, এই সংখ্যাতে শঙ্খদার নামেই দুটি সাক্ষাতকার রয়েছে, একটিতে ক্ষুদিরাম দাসকে প্রশ্নগুলি করেছেন তাঁর প্রিয় ছাত্র শঙ্খ ঘোষ। এটি পুরাতন উদ্ধৃতি। আর একটিতে কবি অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের (১৯৪৭-৫১) সাক্ষাৎকার নিয়েছেন পরবর্তী কালের এক ছাত্র, তথাগত দাশগুপ্ত, তিনি কিন্তু ছিলেন রাশিবিজ্ঞানের পড়ুয়া, শঙ্খদার মাস্টারও নন ছাত্রও নন। ভক্ত পাঠক। ইনিও এ সংখ্যায় দুবার এলেন দুই ভূমিকায়, শঙ্খদার মতো। এই সামান্য খবরটুকুই জানিয়ে দেয় প্রেসিডেন্সীর আত্মিক ব্যাপ্তি। দুটি সাক্ষাতকারেই শ্রদ্ধার সঙ্গে হার্দিক উষ্ণতা প্রস্ফুটিত, ছাত্র মাস্টারমশাই দু'পক্ষেই। শঙ্খদা কথা বলার সময়ে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বিশিষ্টতার প্রসঙ্গ বার বার এনেছেন, এনেছেন দেবীপদ বাবুর স্নেহের কথা। আর ক্ষুদিরাম উজ্জ্বল ছাত্রদের নাম করতে গিয়ে হরপ্রসাদ মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, শিশির দাশের সঙ্গে পাস ক্লাসের ছাত্র নিত্যপ্রিয়র কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি কেমন করে ক্ষুদিরাম বাবুর একটি ভুল ক্লাসের মধ্যে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। কতদূর আত্মবিশ্বাস, আর উদারতা থাকলে এতো বছর পরেও সেই ঘটনাটিকে সস্নেহে, সশ্রদ্ধ ভাবে উল্লেখ করা যায়। এটাকেই তো বলবো প্রেসিডেন্সীর ছাত্র-মাস্টারমশাইদের পারস্পরিক বন্ধন, আর অটুট আত্মবিশ্বাস। অসুস্থতা সত্ত্বেও অনিন্দ্য মিত্রকে দেওয়া শ্রদ্ধেয় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি এই সংখ্যার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। আমার খুব আহ্লাদ হলো যখন দেখলুম সোমনাথ বাবুও শঙ্খদার মতো জনার্দন চক্রবর্তী, তারকনাথ সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের নাম করছেন। আমিও তো এঁদের কাছে পড়েছি! ছাত্রধারা বহমান! একটি কথা, এই সাক্ষাৎকারগুলি থেকে স্পষ্ট প্রেসিডেন্সীর ছাত্র-মাষ্টারের দল সবাই দারুণ স্মৃতিধর। শুধু তাই? ভারতী রায়, সৌমেন্দ্র সিকদার, সৌম্য ভট্টাচার্য, বিভাস চক্রবর্ত্তী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণগুলি পুরনো দিনের আড্ডার আবহ তৈরি করে। শেষ পাতে মিষ্টি, দিলীপ রায়ের সাক্ষাৎকারটি! একদার স্টুডেন্ট ইন চার্জ 'দিলীপদার' সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রেসিডেন্সীর এমেরিটাস প্রফেসর প্রশান্ত রায়। সাঙ্ঘাতিক সব স্মৃতি কাহিনী দিলীপ বাবুর! সব যদি বলে দিলুম তবে বিস্ময়ের কী বাকি থাকবে? উত্তর, সবটুকুই!

আমাদের সকলের মনের কথা আমরা শুনতে পাই ভবতোষ দত্তের স্মৃতিচারণে, 'এখনো স্বপ্নে দেখি আমার কলেজের ক্লাসকক্ষে রয়েছি... যখন ভাবি কয়েক বছর এই ইতিহাসের অংশভাক্ ছিলাম, অনেক আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি।'

দুশো তো ফুরোলো ভালোয় ভালোয়। শুভ হোক প্রেসিডেন্সীর তৃতীয় শতকের পথ চলা!

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073